অনুষ্ঠিত বলিয়া যাহাতে উহা দেখিতে ও শুনিতে না হয় এইজন্য ভগবান্ নয়ন মুদ্রিত করিয়া কর্ণে অঙ্গুলী নিক্ষেপ করতঃ রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল যে—পাটোয়ারী বুদ্ধিতে শ্রীভগবানের ভজন করিলেও তিনি তাহাতে প্রসন্ন হন না, নিজের হৃদয়ও অপ্রসন্ন থাকে। আধুনিক অর্থাৎ বর্তমান্ দেহে অপরাধকারী জনগণের ভক্তিশাস্ত্র-শ্রবণাদি করিলে, বাহিরে ভগবানে এবং শ্রীগুরুতে ও ভগবদ্ভক্তে অর্চ্চনাদির অনুষ্ঠান থাকিলেও অন্তরে অনাদর প্রভৃতি দোষ আছে বলিয়া ঐ অর্চ্চনাদির অনুষ্ঠানকেও কৌটিল্য বলিয়া জানিতে হইবে। এইজন্যই অকুটিল মূর্খগণ ভজনাদির আভাসমাত্রেও কৃতার্থ হয়—ইহা বলা হইয়াছে। কুটিলবৃত্তি জনগণের কিন্তু ভক্তির অনুবৃত্তিও হয় না, ইহা স্কন্দপুরাণে পরাশরবাক্যে দেখা যায়—

"নহ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা॥"

অপুণ্যবান্ কুটিলচিত্ত মূর্খগণের গোবিন্দচরণে ভক্তি হয় না এবং কীর্ত্তন স্মরণও হয় না। এই কৌটিল্য অপেক্ষা করিয়াই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উল্লিখিত হইয়াছে—"শত শত বিঘ্নে সত্যতা নষ্ট হয়, সহস্র সহস্র বিঘ্নে তপস্যা নষ্ট হয়, অযুত বিঘ্নে মানবমাত্রের গোবিন্দচরণে ভক্তি বাধিত হইয়া থাকে"। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।১৯।৩৪ শ্লোকে শ্রীসূত গোস্বামী শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন—হে শৌনক! সারল্য ও অনন্যভাবে শরণাগত মানবমাত্র-কর্ত্তৃক সুখারাধ্য সেই শ্রীকৃষ্ণকে কোন্ কৃতজ্ঞ মানব সেবা না করিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু অপবিত্র কুটিলাত্মা মানুষের পক্ষে শ্রীভগবান্ দুরারাধ্য। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—যতদিন পর্যন্ত হৃদয়ে কৌটিল্য অর্থাৎ পাটোয়ারী বুদ্ধি থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার হৃদয় অসাধু; সেই অসাধু-হৃদয়ে অনুষ্ঠিত ভজনে শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হন না। আর যদি সরল হৃদয়ে একান্তভাবে তাহার চরণ শরণ গ্রহণ করিয়া অল্প সাধনও করে, তাহা হইলেও সেই জন সাধু এবং তাহারই অনুষ্ঠিত ভজনে শ্রীভগবান্ শ্রীগোবিন্দ প্রীত হইয়া থাকেন॥ ১৫৩॥

যথৈব ভগবদ্ভক্তা অপি অকুটিলাত্মনোঽজ্ঞাননুগৃহ্নন্তি নতু কুটিলাত্মনো বিজ্ঞানিতি দৃশ্যতে। যথা—দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্ দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ। স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্পা ভাবাদৃশাম্। বিপ্রো রাজন্য বৈশ্যো বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্। শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ॥ ১৫৪॥